দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 APR 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

পিএসসি প্রতিবেদন

পদের তুলনায় প্রার্থী বাড়ছেই মহিলারা আগ্রহী শিক্ষকতায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সরকারি চাকরিতে পদের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা প্রতিবছরই দ্রুত বেড়ে চলেছে। বর্তমানে প্রতিটি পদের জন্য গড়ে ৫০ জনেরও বেশি প্রার্থী পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এছাড়া শিক্ষা ক্যাডারে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) ১৯৯৪ সালের প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। পিএসসি গত কয়েক বছরের মত এবারো মুক্তিযোদ্ধা কোটা তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছে।

প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ১৯৮৫ সালে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পদের জন্য গড়ে ৬ জন প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা দেয়। পিএসসি'র সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী '৯৩ সালে একটি পদের বিপরীতে বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছে ৫১ জন। বছর অনুযায়ী '৮৬ সালে এ অনুপাত ছিল ১:১৩, '৮৮ ও '৮৯ সালে ১:২৩, '৯০ সালে ১:২৫ এবং '৯১ সালে ১:৩৭।

শুধুমাত্র শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯২ সালে প্রথমবারের বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় একটি পদের বিপরীতে ৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি পদের বিপরীতে ১৪ জন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, শিক্ষা ক্যাডারের জন্য মহিলাদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার বাড়ছে। ১৩তম ও ১৫তম সাধারণ বিসিএস পরীক্ষায় যেখানে গড়ে ১৭ শতাংশ মহিলা আবেদন করেন, সেখানে শিক্ষা ক্যাডারের জন্য ১৪তম ও ১৬তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় গড়ে ২৮ শতাংশ মহিলা আবেদন করেন।

পিএসসি গত কয়েক বছরের মত এবারও বিসিএস এবং নন ক্যাডারের বিভিন্ন পদে চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটা তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছে।

পিএসসি : পৃঃ ১০ কঃ ৬

পিএসসি ঃ প্রতিবেদন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবেদনে বলা হয়, উপযুক্ত বয়সের মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীর অভাবে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূরণ সম্ভব হয় না। পিএসসি এ কোটা তুলে দিয়ে মহিলাদেরকে অধিকতর সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষিত আসন পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করে। উল্লেখ্য, '৯০ সাল থেকেই পিএসসি সরকারের কাছে এ সুপারিশ করে আসছে।

প্রতিবেদনে বিসিএস পরীক্ষার মান আরো উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে সরকারি চাকরিকে আরো আকর্ষণীয় করার পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অনেক বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে এ চাকরির প্রতি আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়।

বর্তমানে বেশ কিছু কারিগরি পদে লোক নিয়োগের জন্য প্রার্থী পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে বলে পিএসসি'র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। পিএসসি এ ধরনের পদে লোক নিয়োগের সুবিধার্থ নিয়োগবিধি এবং বেতনের হার পরিবর্তনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা দরকার বলে উল্লেখ করে। গত বছরে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মতো এবারও প্রতিবেদনে বলা হয় যে, যোগ্য প্রার্থীর অভাবে নেফ্রোলজি, চক্ষু, নিউরোমেডিসিন, ইএনটি, মাইক্রোবায়োলজি, প্রাণ রসায়ন ইত্যাদি ধরনের ৬৮টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা যায়নি।

পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদানে অসঙ্গতি দূর হয়নি বলে পিএসসি'র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। গত বছরের প্রতিবেদনে এ অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণকালে প্রতিবেদন লেখনকে কোর্সভুক্ত করার জন্য পিএসসি সুপারিশ করেছিল। পিএসসি এবারও একই সুপারিশ করেছে।